সমাজকর্ম পদ্ধতি : সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা (Social Work Methods : Social Welfare Administration, Social Action and Social Work Research)

ইউনিট 9

ভূমিকা

আধুনিক জটিল সমাজব্যবস্থায় নানাবিধ মনো-সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাদার প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো সরাসরি প্রয়োগ করা হলেও এগুলোর কার্যকারিতা ও সফল বাস্তবায়নে কতিপয় পদ্ধতি পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়। এগুলো সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি। যথা– সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম এবং সমাজকর্ম গবেষণা।

শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থায় পুঁজি ও যন্ত্রের দ্রুত বিকাশের ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমূলক কার্যসম্পাদনের প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয় সমাজকল্যাণ প্রশাসন। এটি সময়ের চাহিদা প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি ও আইনের আলোকে জনগণের কল্যাণ সাধনে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত অবস্থার সুপরিকল্পিত সংশোধন বা পরিবর্তন, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গৃহীত সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম। আবার সমাজকর্ম পেশার সাহায্যদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় ও দূরীকরণ, সফলতা নির্ণয়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনের আগ্রহ ও উৎসুকতা থেকে সমাজকর্ম গবেষণা উদ্ভব হয়েছে । সমাজকর্মের এই সহায়ক পদ্ধতিগুলো মৌলিক পদ্ধতিসমূহের কার্যকর প্রয়োগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতে সহায়তা করে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ধারণা
পাঠ-৯.২ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান
পাঠ-৯.৩ : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব
পাঠ-৯.৪ : সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা
পাঠ-৯.৫ : সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান
পাঠ-৯.৬ : সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া
পাঠ-৯.৭ : সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব
পাঠ-৯.৮ : গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণার ধারণা
পাঠ-৯.৯ : সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ
পাঠ-৯.১০ : গবেষণা প্রস্তাবনা
পাঠ-৯.১১ : সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব
পাঠ-৯.১২ : সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

পাঠ-৯.১ প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ধারণা (Concept of Administration and Social Welfare Administration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.১.১ প্রশাসন ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.১.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

৯.১.১ প্রশাসন

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে আসছে। আর এই দলবদ্ধ জীবনে কোনো না কোনো নেতা বা গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বে কতিপয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলতে হতো। সময়ের বিবর্তনে রাষ্ট্র ধারণা উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও আইনসমূহকে বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে প্রশাসন ধারণাটি উদ্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্যার্জনে কার্য সম্পাদনে নির্দেশনা দান, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করে থাকে।

এইচ. বি ট্রেকার বলেন, প্রশাসন হচ্ছে চিন্তা, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের এমন এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলীর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের সাথে কাজ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ, দায়িত্ব বণ্টন, সাংগঠিক সম্পর্ক স্থাপন, কর্মসূচি পরিচালনা এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা হয়।

এল. ডি হোয়াইটের মতে, প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কলা, যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের নিমিত্তে মানুষের কার্যাবলীকে নির্দেশনা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়।

সূতরাং প্রশাসন হলো এমন একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে।

৯.১.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসন

সমাজকল্যাণ প্রশাসন পেশাদার সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকল্যাণ অনুশীলনের মৌলিক পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়নে নিয়োজিত এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সমাজকল্যাণ প্রশাসন হিসেবে নির্দেশ করা হয়ে থকে যা প্রত্যক্ষভাবে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার যথাযথ সমাধান, জনকল্যাণমূলক সেবার প্রবর্তন এবং সামাজিক নীতিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা হলো সমাজকল্যাণ প্রশাসন।

ডি. পাল চৌধুরী সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞায় বলেন, সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী বাস্তবায়নের পেশাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সামাজিক নীতি সমাজসেবায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবেও একে আখ্যায়িত করা যায়।

রাসেল এইচ. কার্জ এর মতে, সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের এমন এক বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেবা, যার দ্বারা নীতি বা পদ্ধতি সংশোধিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, জনগণের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে সামাজিক নীতির আলোকে গৃহীত কার্যাবলী ও দায়িত্বের সুসংহত বণ্টন এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াই হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। আর এ কার্যসম্পাদনের সকল স্তরে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, নীতি ও মূল্যবোধ অনুশীলিত হয়।

সারসংক্ষেপ

প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ প্রশাসন হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন ও সংশোধন করার সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসন সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কার্যকর সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

ক) সামাজিক প্রশাসন খ) সমাজকল্যাণ প্রশাসন

গ) সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া

২। কোন উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে মানুষের কার্যাবলীকে প্রশাসন–

i. নির্দেশনা প্রদান করে ii. নিয়ন্ত্রণ করে iii. সমন্বয় সাধন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান (Elements of Social Welfare Administration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.২.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানগুলো কী তা বলতে পারবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.২.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান

সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করা। আর এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যম হলো সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদান। এসব উপাদান একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলে। নিম্নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো :

১) **কর্মসূচি :** সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম উপাদান হলো প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার লক্ষ্যে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। মূলত এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রণীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের উপর প্রশাসনের সফলতা নির্ভর করে।

২) **অর্থ ও বাজেট :** যেকোন প্রশাসনের জন্য অর্থ অপরিহার্য উপাদান। অর্থ ব্যতীত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া প্রশাসন চালানোও অসম্ভব। বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থের যোগান, আয়-ব্যয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিধায় অর্থ ও বাজেট সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩) **কর্মী :** প্রশাসনের অপরিহার্য উপাদান হলো কর্মী। দক্ষ ও সক্রিয় কর্মীবাহিনী ছাড়া প্রশাসন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ে। প্রশাসনে পেশাদার ও অপেশাদারকর্মী নিয়োজিত থাকেন। প্রশাসনের উদ্দেশ্য অর্জন, কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ প্রশাসন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কর্মীবাহিনী একান্ত আবশ্যক।

৪) **কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো :** সুষ্ঠু ও কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় প্রশাসনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

৫) **জনসংযোগ :** সমাজকর্মের সেবা কর্মসূচি জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। এ কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছানোর জন্য জনসংযোগ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেবা কর্মসূচির যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, জনসমর্থন যাচাই, আগ্রহ সৃষ্টি ও সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জনসংযোগ সমাজকল্যাণ প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬) **ভৌত অবকাঠামো :** ভৌত অবকাঠামো সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভৌত অবকাঠামো ব্যতীত প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও সম্পন্ন করতে পারেনা। ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে অফিস কক্ষ/ভবন, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, যোগাযোগের জন্য ফোন বা মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, ফটোকপি মেশিন, টেলিভিশন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭) **পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া :** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে। এসকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়।

৮) **গবেষণা ও মূল্যায়ন :** সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো গবেষণা ও মূল্যায়ন। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন, এজেন্সির কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য জানার জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও কর্মীবাহিনীর দক্ষতা যাচাই এবং এজেন্সির কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপনের জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ একটি সক্ষমকারী পেশা। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তায় এর উপাদানসমূহ সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানগুলো হলো– ১) কর্মসূচি, ২) অর্থসংস্থান ও বাজেট, ৩) কর্মীবাহিনী, ৪) কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো, ৫) গণসংযোগ, ৬) পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, ৭) ভৌত কাঠামো এবং ৮) গবেষণা ও মূল্যায়ন। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে সমাজকর্ম প্রশাসনকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কোন উপাদানটি কার্যকর?
ক) কর্মসূচি খ) কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো
গ) জনসংযোগ ঘ) গবেষণা ও মূল্যায়ন

২। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সম্পদ হলো–
i. বস্তুগত ও অবস্তুগত ii. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক iii. মানবীয় ও অমানবীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৩ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব (Importance of Social Welfare Administration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৩.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৩.১ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব

সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক সম্পর্ক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিকে সামাজিক ও সমষ্টিগত সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা লাভে একক বা দলগতভাবে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন বহুমুখী কার্যসম্পাদন করে থাকে। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভিন্ন

কার্য সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এটি একটি সহযোগিতামূলক সেবাকর্ম যা বিভিন্ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণে ব্রতী হয়। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যক্রম সম্পকে এম. এন. হুসাইন ও এম. আলাউদ্দিন বলেন, এটি এমন একটি কার্যক্রম যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। এটি সহযোগিতামূলক ও পরিব্যাপক কাজ যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনকল্যাণে মাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে কতগুলো শিরোনামে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. অনুকুল পরিবেশ তৈরি : সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রশাসনের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রশাসনের অভ্যন্তরে জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। এজন্য প্রশাসন যোগাযোগ, সমন্বয়, তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরি করে।

২. এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ : সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে প্রচলিত সেবাকার্যক্রম বিশ্লেষণ করে এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৩. জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ : সমাজকল্যাণ প্রশাসন লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পরস্পরের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমষ্টির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সচেষ্ট হয়।

৪. সমন্বয় সাধন : সমাজকল্যাণ প্রশাসন সর্বদা সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরে সচেষ্ট থাকে। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান উপায় হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির বিভিন্ন কার্যক্রম ও উপবিভাগ এবং সমষ্টিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

৫. দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামঞ্জস্যবিধান : সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সিতে কর্মরত কর্মীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এজেন্সিতে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা এজেন্সির লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির সঙ্গে অনেকেই খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন এজেন্সির নিয়মনীতি ও কার্যাবলীর সাথে কর্মীদের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে থাকে।

৬. নিয়ন্ত্রণ ও উদ্বুদ্ধকরণ : প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের অভাবে কর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, ফলে সেবার মান ক্ষুন্ন হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হয়। এ কারণে প্রয়োজনে কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় সমাজকল্যাণ প্রশাসন সহকর্মীদের মধ্যে বাস্তবজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এজেন্সির কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করতে প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, অবসরভাতা, বিনোদনভাতা, বেতন বৃদ্ধিসহ নানাধরনের প্রেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৭. পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান : সমাজকল্যাণ প্রশাসন জনগণের কল্যাণধর্মী সেবায় নিয়োজিত একটি কর্মপ্রক্রিয়া। সমাজকল্যাণ প্রশাসন তাই প্রয়োজনে জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কার্যক্রমের যথাযথ তত্ত্বাবধানে সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে কিনা, গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, কর্মীবাহিনী তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না তা নিরূপন করা হয়।

৮. বাজেট প্রণয়ন : প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই হলো বাজেট। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ প্রথমে আলাদা আলদা খসড়া বাজেট তৈরি করে। খসড়া বাজেটের আলোকে বাজেট কমিটি চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়ন করে। মূলত বাজেটের আলোকেই প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

৯. নথিপত্র সংরক্ষণ : প্রতিষ্ঠানের গঠণতন্ত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক রিপোর্ট, কর্মীদের পরিচিতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিবরণীসহ বিভিন্ন নথিপত্র সংরক্ষণে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের নথি সংরক্ষণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে ।

১০. গবেষণা ও মূল্যায়ন : প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মসূচি লক্ষ্যদলের চাহিদার পূরণ ও সমাধান কতটা কার্যকর, কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কি না; যদি সম্ভব না হয় তাহলে এর কারণ কী এসব বিষয় যাচাইয়ের জন্য সমাজকল্যাণ

প্রশাসন গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো কর্মসূচি পুনরায় গ্রহণ হবে কি না ? কর্মসূচির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হবে কি না তা মূল্যায়ন করা হয় ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট। সমাজকল্যাণ প্রশাসন বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে থাকে। সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়নে সামাজিক প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ প্রশাসন– ১) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি, ২) এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, ৩) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ৪) সমন্বয় সাধন, ৫) দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামাঞ্জস্যবিধান, ৬) কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও অনুপ্রাণিতকরণ, ৭) পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান, ৮) বাজেট প্রণয়ন, ৯) নথিপত্র সংরক্ষণ এবং ১০) গবেষণা ও মূল্যায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকল্যাণ প্রশাসন সামাজিক নীতিকে রূপান্তর করে–

ক) সমাজসেবায় খ) সামাজিক বীমায়

গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক উন্নয়নে

২। সমাজকর্ম প্রশাসন-

i. বস্তুগত ও অবস্তুগত ii. পরিব্যাপক কাজ iii. সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৪ সামাজিক কার্যক্রম (Social Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৪.১ সামাজিক কার্যক্রম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.৪.১ সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা

সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সহায়ক পদ্ধতি। সামাজিক কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত উপায়ে সমাজ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। সমাজে যেসব প্রচলিত অপসংস্কৃতি, কুপ্রথা এবং অব্যবস্থা রয়েছে তা দূর করে একটি কাঙ্খিত বা বাঞ্ছিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শুধু অব্যবস্থা দূর করাই নয় কীভাবে সমাজকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা যায় তার জন্য সামাজিক কার্যক্রম বিশেষভাবে পরিচালিত হয়। এ অর্থে সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এবং সমাজব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত অনভিপ্রেত অবস্থাকে সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া হলো সামাজিক কার্যক্রম।

সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, সামাজিক কার্যক্রম হলো সামাজিক সমস্যার সমাধান, অন্যায় বা অবিচার সংশোধন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

Arthur Dunhum এর মতে, "সামাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন অথবা অবাঞ্ছিত পরিবর্তনকে বাধা দেয়ার জন্য গৃহীত সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হলো সামাজিক কার্যক্রম।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক কার্যক্রম হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থার সুপরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন করে জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক উন্নয়ন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত উপায়ে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। সমাজে প্রচলিত যেসব কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অবাঞ্ছিত অবস্থা রয়েছে তা দূর করে একটি কাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত যৌথ প্রচেষ্টাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। মূলত সামাজিক কার্যক্রম হলো সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত এমন একটি দলীয় প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, সমাজের প্রয়োজন পূরণ, সামাজিক আইন ও নীতি বাস্তবায়ন, সমাজসংস্কার এবং বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজে বিদ্যমান অনভিপ্রেত অবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার দলীয় প্রচেষ্টাকে কী বলা হয়?
ক) সামাজিক কার্যক্রম খ) সমাজসংস্কার
গ) সামাজিক প্রশাসন ঘ) সামাজিক আইন

২। সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো–
i. সামাজিক উন্নয়ন ii. সামাজিক আইন ও নীতি বাস্তবায়ন iii. সমাজ সংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৫ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান (Elements of Social Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৫.১ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৫.১ সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

সামাজিক কার্যক্রম একটি পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত প্রক্রিয়া, যা কোনো সামাজিক বিষয়ের পরিবর্তন আনয়নে জনগণের সমর্থন অর্জনের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। সামাজিক কার্যক্রমে লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া বহুবিধ উপাদানের সমষ্টি। নাখান ই. কোহেনের মতে, সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান পাঁচটি। যথা– ১) গবেষণা, ২) পরিকল্পনা, ৩) জনসমর্থন আদায়, ৪) ব্যাখ্যাকরণ ও ৫) বাস্তবায়ন। আবার স্যোশ্যাল ওয়ার্ক ইয়ার বুক : ১৯৫১ অনুযায়ী সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো হলো– ১) গবেষণা, ২) সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা, ৩) জনসমর্থন আদায়, ৪) সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনা এবং ৫) কার্যকরকরণ। সার্বিকভাবে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১) **সমস্যা :** সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম উপাদান হলো সমস্যা। যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে সামাজিক কার্যক্রমের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন– যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিং ইত্যাদি।

২) **সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী :** সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী। সামাজিক কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা নেতৃত্বদানকারী এবং সচেতনতা সৃষ্টিকারী। সমাজকর্মীকে এজন্য সামাজিক আন্দোলন কর্মী বলা হয়। সমাজকর্মী ব্যতীত সামাজিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

৩) **সামাজিক গবেষণা :** গবেষণা সামাজিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন কোনো বিষয় বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তখন উক্ত বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে তথ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হতে সমস্যা বা নির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরতা, ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় এবং সে অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

৪) **সমাধান পরিকল্পনা :** সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো সমাজ হতে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত কুপ্রথা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন। এক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে যথাযথভাবে জেনে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কারণ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যতীত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না।

৫) **জনসমর্থন আদায় :** সামাজিক কার্যক্রম হলো একটি দলীয় প্রচেষ্টা। জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত কর্ম প্রক্রিয়া হলো সামাজিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে কর্মসূচির প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় অপরিহার্য উপাদান। সমস্যা ও সমস্যার সমাধান ব্যবস্থার খুটিনাটি সকল দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে করে তাদের সমর্থন আদায় এবং কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬) **প্রস্তাব উপস্থাপন :** গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ, সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমস্যা সংশ্লিষ্ট সমাধান কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন আদায়ের সাথে সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করা সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রস্তাবনা মূলত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপস্থাপনাকেই বুঝায়। সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনাকারীগণ কর্তৃপক্ষের নিকট সুর্নিদিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপণ করে থাকেন।

৭) **কার্যকরকরণ :** সামাজিক কার্যক্রমের সর্বশেষ উপাদান হলো কার্যকরকরণ। সামাজিক কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনসমর্থন আদায় এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপণার পরও যদি সেগুলো কার্যকর করা না হয় তাহলে কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। এজন্য অবশ্যই এগুলো যথাযথভাবে কার্যকর বা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হয়। সামাজিক কার্যক্রম কার্যকরকরণের দুটি উপায় রয়েছে। যথা– সামাজিক আইন ও সামাজিক নীতি প্রণয়ন।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রম একটি সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া যা সমাজ হতে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন ও কাঙ্খিত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের কতগুলোা সুনির্দিষ্ট উপাদান পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক কার্যক্রমের এই উপাদানগুলো হলো– ১) সুনির্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা, ২) সমাজকর্মী বা সামাজিক আন্দোলন কর্মী, ৩) সামাজিক গবেষণা, ৪) সমাধান পরিকল্পনা, ৫) জনসমর্থন আদায়, ৬) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও ৭) কার্যকরকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপায় কোনটি?
ক) সমাজ সংস্কার খ) সামাজিক আইন
গ) সামাজিক উন্নয়ন ঘ) সামাজিক পরিকল্পনা

২। সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হলো–
i. সামাজিক গবেষণা ii. জনসমর্থন আদায় iii. সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৬ সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া (Process of Social Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৬.১ সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াগুলো কী বলতে পারবেন এবং সেগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৬.১ সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

সামাজিক কার্যক্রম একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। এ প্রাক্রিয়াটি ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিতভাবে সামাজিক অনভিপ্রেত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে দলীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম সুর্নির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। আরমাণ্ডো টি. মরেলস ও ব্রাডফোর্ড ডব্লিউ. শেফর সামাজিক কার্যক্রমের ৯টি প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন। যথা– ১) গবেষণা, ২) শিক্ষা, ৩) সমন্বয় সাধন, ৪) সংগঠন, ৫) মধ্যস্থতা, ৬) সমঝোতা, ৭) মৃদু শক্তি প্রয়োগ, ৮) সামাজিক আইন ভঙ্গ এবং ৯. যৌথ কার্যক্রম। ভারতের সর্বদায়া আন্দোলনের কর্মীরা সামাজিক কার্যক্রমের যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন তা হলো– ১) প্রচার, ২) পরিচিতি, ৩) অধ্যয়ন বা অনুধ্যন, ৪) সভা বা সমিতি, ৫) সেবা, ৬) প্রতিকার, ৭) গঠনমূলক কাজ বা সমষ্টি সেবা এবং ৮) পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপযোগী পরিবেশ গঠন। সার্বিকভাবে সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়াসমূহ নিচে আলোচান করা হলো :

১) **অনুভূত প্রয়োজন বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ :** সামাজিক কার্যক্রম সফল করতে হলে প্রথমেই নির্দিষ্ট বিষয় বা সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে হয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বহুমুখী ও পরস্পর নির্ভরশীল সমস্যা বিরাজমান। এ ধরনের সমস্যার মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাধান্য বিস্তারকারী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত জনগণের মতামত, যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণির মতামত গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি রেকর্ড পর্যালোচনা এবং গণমাধ্যমে সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হয়।

২) **গবেষণা :** সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ ধারণা লাভের জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যার প্রকৃতি, ধরন, কারণ এবং প্রভাব নির্ণয়ের মাধমে সমাধান পরিকল্পনার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

৩) **সচেতনতা সৃষ্টি :** সমস্যার প্রকৃতি, ধরন, কারণ এবং প্রভাব নির্ণয়ের পর সমস্যার ব্যাপকতা ও প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে সচেতনতা সৃষ্টি সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রক্রিয়া। জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সভা-সমাবেশ, সেমিনার, চিত্রপ্রদর্শনী, প্রচারপত্র বিলি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪) **সমাধান পরিকল্পনা :** সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাজ হতে দূর করতে যথাযত সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণ সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের মনোভাব ও চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৫) **সংশ্লিষ্ট দল ও গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় :** সমস্যার ব্যাপকতা, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করে সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও তার যথাযথ কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় এবং সমস্যা মোকাবিলায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পদক্ষেপের ফলে সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া দল ও সমষ্টিতে অবস্থানরত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকেন।

৬) **কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন :** কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে জনমত আদায়ের পর জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জনসমর্থিত বিষয়াবলী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে

বুঝানো হয়ে থাকে। সামাজিক কার্যক্রম তখনই সফল হবে যখন যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপস্থাপিত বিষয়টি যথার্থ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৭) **কার্যক্রম পরিচালনা :** কর্তৃপক্ষের নিকট জনসমর্থিত প্রস্তাবনা উপস্থাপনার পর তা অনুমোদনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা চালানো হয় যাতে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। সমবেত প্রচেষ্টার ফলে অনেক সময় গণআন্দোলন বা গণবিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, যুবসমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের যথাযথ ইতিবাচক ভূমিকা এ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় যথার্থ সহায়তা করে থাকে।

৮) **বাস্তবায়ন :** যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবনা গৃহীত ও অনুমোদিত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিষয়টি বাস্তবায়নে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা হয়।

৯) **মূল্যায়ন :** সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায় হলো মূল্যায়ন। এ পর্যায়ে কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কতটা কার্যকর হলো তা মূল্যায়ন করা হয়। কার্যক্রমের এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমস্যা চিহ্নিতকরণ পর্যায় থেকে শুরু হয়ে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলমান।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান ক্ষতিকর ও অনভিপ্রেত প্রথা দূরীকরণ, বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন, প্রশাসনকে প্রভাবিত করে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও জনসমষ্টির সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। সামাজিক কার্যক্রমে অনুসৃত প্রক্রিয়াসমূহ হলো– ১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ২) সামাজিক গবেষণা, ৩) জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, ৪) সমাধান পরিকল্পনা, ৫) জনসমর্থন আদায়, ৬) নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন, ৭) কার্যক্রম পরিচালনা, ৮) বাস্তবায়ন ও ৯) মূল্যায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মরেলস ও শেফরের মতে সামাজিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া কয়টি?

ক) ৩ টি খ) ৫টি
গ) ৭টি ঘ) ৯টি

২। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে?

ক) সচেতনতা সৃষ্টি খ) জনসমর্থন আদায়
গ) কার্যক্রম পরিচালনা ঘ) বাস্তবায়ন

৩। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ হলো–

i. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ
ii. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
iii. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৭ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব (Importance of Social Action)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৭.১ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৭.১ সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

সামাজিক কার্যক্রম এমন একটি সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথা, কুসংস্কার, অনাচার, অসমতা, বৈষম্য, আর্থ-মনো-সামাজিক বঞ্চনাসহ বিভিন্ন অবাঞ্ছিত অবস্থা যা জনসমষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে; তার অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে জনকল্যাণমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ : বাংলাদেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, সুচিকিৎসার অভাব, দূর্নীতি, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ ও সন্ত্রাস, কিশোর অপরাধ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, ইভ টিজিং, জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীসহ নানা সমস্যা বিরাজমান যা সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ সকল সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন, সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২. কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ : সুশিক্ষার অভাবে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে আজও পশ্চাৎমুখী মনোভাব, কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. অধিকার প্রতিষ্ঠা : সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম সমাজে বসবাসরত মানুষকে, বিশেষ করে বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নাটক ও বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে জনগণকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে সামাজিক কার্যক্রম। ফলে জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এবং কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে জনগণ সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ।

৪. আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন : সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটেই সামাজিক কার্যক্রমের উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে অনেক সময় প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চিহ্নিত বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রণীত আইন ও নীতির যথাযথ বাস্তবায়নও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি জনকল্যাণের লক্ষ্যে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক নীতি ও আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ : দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, অপহরণ, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও নিপীড়ন, তাদের অনৈতিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহারসহ নানা কারণে তারা তাদের স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারেনা। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন ও নারী অধিকার আদায়ে নারীদের মধ্যে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ ও তাদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৬. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন : আধুনিক, জীবনমুখী ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রচলিত পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণকে স্বাবলম্বী ও আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে সচেতন করে তুলতে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া বর্তমান সমাজে খাদ্যে ভেজাল, বিষক্রিয়া এবং রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। ব্যবসায়ী ও ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে নিবৃত্ত করা এবং এ সমস্ত খাবার পরিহারে জনগণকে সচেতন করতে সামাজিক কার্যক্রম যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. দুর্নীতি দূরীকরণ : বাংলাদেশের সমাজকাঠামোয় দূর্নীতি একটি মারাত্মক ব্যধি। দুর্নীতি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধবকতা সৃষ্টি করছে। দূর্নীতির এ ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় কঠোর আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. দারিদ্র্য বিমোচন : দারিদ্র্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্যজনিত বেকারত্ব ও নারীর নির্ভরশীলতা। এছাড়া আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীল মনোভাবের খুবই অভাব রয়েছে। দারিদ্র্যের যথাযথ কারণ চিহ্নিত করে তা কার্যকরভাবে মোকাবিলার কৌশল উদ্ভাবনে সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৯. মাদকাসক্তি দূরীকরণ ও মাদকের ব্যবহার রোধ : বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। মাদকের সহজলভ্যতা এবং বিভিন্নরকম মনো-সামাজিক কারণে শিশু থেকে শুরু করে কম বেশি সব বয়সী, পেশা ও শ্রেণির মানুষ মাদকে আসক্ত। বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যুবসমাজ মাদকের ছোবলে আজ কর্মবিমুখ। ফলে সমাজে অনৈতিকতা, খুন, অপরাধসহ নানা সমাজবিরোধী কাজ বেড়ে গেছে। এ অবস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে সচেতন করতে এবং প্রচলিত মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে সামাজিক কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কার্যক্রম একটি সম্মিলিত কর্মপ্রক্রিয়া। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থা যা জনগণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। এমন অবস্থার অবসান ঘাটিয়ে সমাজের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখাই সামাজিক কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি, ভিক্ষাবৃত্তি, নারী নির্যাতন, যৌতুকপ্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়ন, দুর্নীতি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, খাদ্যে ভেজাল, সুচিকিৎসার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামীসহ নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সমাজ থেকে এসকল সমস্যা দূর করে জনসাধারণের স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কিসের অভাবে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তা-চেতনা লক্ষ্য করা যায়?
ক) শিক্ষা খ) চিকিৎসা
গ) সম্পদ ঘ) চিত্তবিনোদন

২। অবুঝ শিশু থেকে শুরু করে কম বেশি সব বয়সী মানুষ কিসের সাথে জড়িত?
ক) মাদকাসক্তি খ) চাঁদাবাজি
গ) অপরাধ ঘ) দুর্নীতি

৩। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ–
i. জনসংখ্যাস্ফীতি
ii. বেকারত্ব
iii. নারীর নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে–
i. প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করানো যায়
ii. প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করানো যায়
iii. প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করানো যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৮ গবেষণা, সামাজিক গবেষণা ও সমাজকর্ম গবেষণা (Research, Social Research and Social Work Research)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৮.১ গবেষণা কী বলতে পারবেন।
৯.৮.২ সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
৯.৮.৩ সমাজকর্ম গবেষণা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.৮.১ গবেষণা কী?

গবেষণা হলো একটি পদ্ধতিগত সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য আহরণ করা যায় এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোনো ঘটনা বা সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ Research যার শাব্দিক অর্থ হলো পুনরায় (Re) অনুসন্ধান (Search)। সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী গবেষণা হলো একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব স্যোশ্যাল সাইন্সেস (১৯৩০) এর ভাষ্যমতে, গবেষণা হলো জ্ঞান সৃষ্টি, সংশোধন বা যাচাইপূর্বক সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে বস্তু, প্রত্যয় বা প্রতীক নিয়ে কাজ করা, যাতে সেই জ্ঞান কোনো তত্ত্ব সৃষ্টি বা কোনো কৌশল অনুসন্ধানে সহায়তা করতে পারে।

খুরশীদ আলম তাঁর *'সমাজ গবেষণা পদ্ধতি'* (২০০৩) গ্রন্থে বলেন, গবেষণার কাজ হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সত্যকে অুসন্ধান করা। অন্যকথায়, গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্ক জানা– ক) পুরাতন তথ্য দিয়ে নতুন তথ্য

সামান্যকীরণ করা; খ) নতুন তথ্য দিয়ে পুরাতন সত্যকে জানা; গ) পুরাতন তথ্য দিয়ে নিত্য নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; ঘ) সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব বা ধারণা সৃষ্টি করা বা নতুন কোনো ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা; এবং ঙ) গবেষণাধীন বিষয়ে কোনো বৈপরীত্য থাকলে তা দূর করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গবেষণা মূলত জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট, সার্বিক ও যথাযথ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব।

৯.৮.২ সামাজিক গবেষণা

সামাজিক গবেষণা সামাজিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের সঠিক চিত্র তুলে ধরে সামাজিক গবেষণা। সমস্যার কারণ, সমস্যার বিশ্লেষণ, সমাধান ব্যবস্থা এমনকি সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব জানার ক্ষেত্রেও সামাজিক গবেষণা সহায়তা করে। সাধারণভাবে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের তত্ত্ব গঠন, কোনো ঘটনা বা বিষয় এবং সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদঘাটনের জন্য যেসব গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয় তাই হলো সামাজিক গবেষণা।

সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞায় কেনেথ ডি. বেইলি বলেন, "সামাজিক গবেষণা হচ্ছে তথ্য আহরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়াস. যা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমাদেরকে সহায়তা করে এবং সমাজ সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞাত হতে সক্ষম করে তোলে।"

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল রিসার্চ (ভলিউম-১,১৯৯৭) এর ভাষ্য অনুযায়ী, সামাজিক গবেষণা সামাজিক প্রপঞ্চ নিয়ে অনুসন্ধান করে এটা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের আচার-আচরণ, তাদের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিক জানার চেষ্টা করে।

পি. ভি ইয়ং মতে, "সামাজিক গবেষণাকে একটি বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে; যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যার লক্ষ্য হলো– ক) নতুন তথ্য উদঘাটন বা পুরাতন তথ্য যাচাই করা; খ) উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণে এদের পারস্পরিক অনুক্রম, আন্তসম্পর্ক এবং কার্যকরণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা; গ) নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ মানব আচরণ অধ্যয়নের সুবিধার্থে নতুন বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, প্রত্যয় ও তত্ত্ব উন্নয়ন করা।"

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক গবেষণা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাজের নতুন কোনো তথ্য উদঘাটন, অতীত বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ বা যাচাই এবং এগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক ও কার্যকরণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আচরণের সংশ্লিষ্টতা নিরূপণ করা হয়।

৯.৮.৩ সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণা নানাবিধ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার স্বরুপ, প্রকৃতি, কারণ নির্ণয় এবং সমাধানের জন্য সেবার মাত্রা নির্ধারণ, প্রদত্ত সেবার যথার্থতা মূল্যায়ন এমনকি সমাজকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা পরীক্ষা ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা।

ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যাণ্ডার সমাজকর্ম গবেষণার সংজ্ঞায় বলেন, সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রত্যয় এবং তত্ত্বের যাচাই, সাধারণীকরণ এবং প্রসারের লক্ষ্যে সমাজকর্ম সংগঠন, কার্যক্রম এবং পদ্ধতির যথার্থতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক ও পর্যালোচনামূলক অনুসন্ধান।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া (ভলিউম-৩.১৯৮৭) এর ভাষ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে জ্ঞান এবং বিকল্প অনুশীলিত জ্ঞান সমৃদ্ধকরণে ব্যবহৃত বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা পেশাগত সমাজকর্মে সরাসরি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে এবং যা সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহকে অনুশীলনের ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।"

আরনেস্ট গ্রিনউড এর মতে, "সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকল্যাণক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রশ্নের (সমস্যা) এমন এক সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকর্মের সমস্যাবলীর উত্তর (সমাধান) খুঁজে বের করা এবং সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহের সম্প্রসারণ ও সাধারণীকরণ করা।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজকর্ম গবেষণা হলো সমাজকর্মে ব্যবহৃত জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতিসমূহের ধারণা সাধারণীকরণের লক্ষ্যে এদের যথার্থতা ও কার্যকারিতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যাবলীর কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান ব্যবস্থায় যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশাগত সাহায্যদান প্রক্রিয়া। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যার যথাযথ সমাধান প্রদান করা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মাঝে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি, ধরন ও কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির উদ্ভাবন, যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রয়োগকৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাই হলো সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার রূপান্তরিক রূপ। অন্যদিকে সমাজের কোনো ঘটনা, বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের মাধ্যমে নতুন কোনো তত্ত্ব গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো সামাজিক গবেষণা, যা মূলত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিন্নরূপ। আবার গবেষণা হলো একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
ক) গবেষণা খ) জরিপ
গ) আদমশুমারী ঘ) সমাজকর্ম

২। সামাজিক গবেষণা কাজ করে–
ক) অর্থনৈতিক পাপঞ্চ নিয়ে খ) সামাজিক প্রপঞ্চ নিয়ে
গ) রাজনৈতিক প্রপঞ্চ নিয়ে ঘ) সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ নিয়ে

৩। সমাজকর্ম গবেষণা–
i. সমাজকর্ম পেশার জন্য নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে
ii. সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা যাচাই করে
iii. সমাজকর্মে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহকে আরও সমৃদ্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৯ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ (Steps of Social Work Research)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.৯.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৯.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

সমাজকর্ম গবেষণা মূলত সমস্যার সমাধান কর্মসূচি প্রণয়ন বা তার যথাযর্থ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে সামগ্রিক গবেষণা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। সি. আর কোথারি সমাজকর্ম গবেষণার ধাপসমূহ নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন :

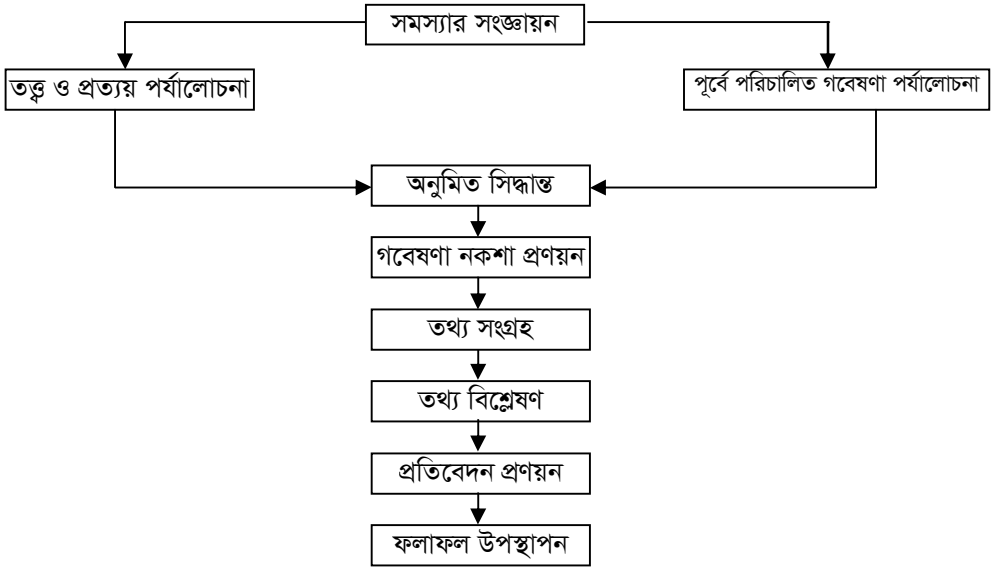

চিত্র : ৯.১.১.১ সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

সার্বিকভাবে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ অতিক্রম করতে হয় তা আলোচনা করা হলো :

১. গবেষণার সমস্যা বা বিষয় নির্বাচন : সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপে সমাজকর্মী সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণা সমস্যা বা গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করে থাকেন। সাধারণত সমস্যা হলো সমাজের এমন অবাঞ্ছিত অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কিন্তু গবেষণা সমস্যা অন্য অর্থ পরিগ্রহ করে। গবেষক কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কোন বিষয়ের প্রতি জনগণের মনোভাব জানার জন্য বা কোন পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। যে বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালিত হয় তাকেই গবেষণা সমস্যা বলা হয় ।

২. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা : গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা অপরিহার্য বিষয়। সমস্যা বা বিষয় নির্দিষ্ট করার পর উক্ত বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন জরুরি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, পত্রপত্রিকা পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া গবেষণাধীন বিষয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকলে উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা পাওয়া যায়।

৩. উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ : প্রত্যেকটি গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। উদ্দেশ্য নির্ধারণের ম্যাধমে গবেষণা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করা হয়। গবেষণায় একটি সাধারণ বা মূল উদ্দেশ্য থাকে এবং একাধিক বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে।

৪. অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন : হাইপোথিসিস বা অনুকল্প হলো গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত যার সত্যতা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এ পর্যায়ে গবেষক গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গবেষণার পরিভাষায় যা হলো অনুকল্প বা পূর্বানুমান। এই অনুমিত সিদ্ধান্তই সমগ্র গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষকের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

৫. গবেষণা নকশা প্রণয়ন : গবেষণা নকশা অনুসন্ধান কার্যের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি কার্যক্রম বিশেষ। গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর উক্ত অনুকল্প প্রমাণের জন্য গবেষককে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হয় যা গবেষণা নকশা হিসেবে পরিচিত। নকশার মাধ্যমে গবেষণা সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম জানা যায়। তাই গবেষণা নকশাকে গবেষণার ব্লুপ্রিন্ট বলা হয়। একটি উত্তম গবেষণা নকশায় যে সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলো– তথ্যের উৎস্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ; গবেষণার জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচন; গবেষণার সমগ্রক, নমুনা ও বিশ্লেষণের একক নির্বাচন; তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, কৌশল ও মাধ্যম নির্ণয়; প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কর্মী সংগ্রহ; কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; বাজেট প্রণয়ন এবং সময়সূচি নির্ধারণ।

৬. প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন : গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক কিছু চলক বা বিশেষ অর্থবোধক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এসকল চলক বা প্রত্যয়ের কার্যকরী সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি। কেননা অনেক সময় কোনো কোনো চলক একাধিক অর্থবোধক হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী চলকসমূহের সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭. পদ্ধতি নির্ধারণ : গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়। সামাজিক জরিপ, কেস স্ট্যাডি, নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি বা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি কোনটা ব্যবহার করা হবে সেটির সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হয়। কারণ পদ্ধতি প্রয়োগের ভিন্নতার জন্য গবেষণার নকশা, ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ধরনও পরিবর্তিত হয়।

৮. তথ্য সংগ্রহ : সমাজকর্ম গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তথ্য সংগ্রহের উপরই মূলত গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয়। প্রয়োজনীয় ও যথাযথ তথ্য সংগৃহীত না হলে অনেক সময় গবেষণাকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ পর্যায়ে গবেষক নিজে বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বেতনভুক্ত কর্মীদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নপত্র, অভীক্ষণ, ফোকাস দল আলোচনা, সরেজমিন অংশগ্রহণসহ নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৯. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ : গবেষণার সংগৃহীত তথ্যাবলী সাধারণত অবিন্যস্ত, অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে। ফলে উক্ত তথ্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফলাফল প্রদান করা যায় না। সমাজকর্ম গবেষণার এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী সম্পাদনার পর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও তালিকাকরণ করা হয় এবং উক্ত তথ্যগুলো যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়।

১০. গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন : সমাজকর্ম গবেষণার এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত চিত্র, সারণি, তালিকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে গবেষণা ফলাফল যথাযথভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদন সাধারণত পর্যায়ক্রমিক এবং সহজ ও বোধগম্য হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম গবেষণা হলো প্রণালীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করা হয়। যদিও এই ধাপ বা পর্যায়গুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা কাজ সম্পন্ন হয়, তথাপিও এগুলো একে অপরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। মূলত এই পর্যায়গুলোর যথাযথ বাস্তবায়নই সমাজকর্ম গবেষণার পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়। সমাজকর্ম গবেষণার পর্যায় বা ধাপসমূহ হলো– ১) গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ২) সাহিত্য সমীক্ষা, ৩) উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ, ৪) অনুকল্প গঠন, ৫) গবেষণা নকশা প্রণয়ন, ৬) প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন, ৭) পদ্ধতি নির্ধারণ, ৮) তথ্য সংগ্রহ, ৯) তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং ১০) গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। গবেষণার 'ব্লুপ্রিন্ট' বলা হয় কোনটিকে?
ক) অনুমিত সিদ্ধান্ত খ) সাহিত্য পর্যালোচনা
গ) গবেষণা নকশা ঘ) প্রতিবেদন উপস্থান

২। চিত্র, সারণি ও তালিকা এগুলো গবেষণার কোন পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়?
ক) সমস্যা চিহ্নিতকরণে খ) গবেষণা নকশা প্রণয়নে
গ) তথ্য সম্পাদনায় ঘ) প্রতিবেদন উপস্থাপনে

৩। তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী যে অবস্থায় থাকে–
i. অবিন্যস্ত

ii. সুশৃঙ্খল
iii. অসংগঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি গবেষককে গবেষণা প্রক্রিয়ায় দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে?
ক) উদ্দেশ্য নির্ধারণ খ) অনুকল্প
গ) গবেষণা নকশা ঘ) পদ্ধতি নির্ধারণ

পাঠ-৯.১০ গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.১০.১ গবেষণা প্রস্তাবনা কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১০.১ গবেষণা প্রস্তাবনা

গবেষণা প্রস্তাবনা সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্ব পরিকল্পনা। একজন গবেষক যখন কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে চান, তখন অবশ্যই তাকে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়। গবেষণা প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করেই গবেষক সামগ্রিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। একটি উত্তম গবেষণা প্রস্তাবনায় যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলো :

১) **গবেষণা শিরোনাম :** গবেষণাধীন বিষয়ের একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনাম থাকতে হয়। অর্থাৎ গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন তার একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট শিরোনাম ঠিক করবেন যার মাধ্যমে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। গবেষণা শিরোনামটি এমন হতে হবে যেন খুব বেশি বড় না হয়, আবার ছোটও না হয়। গবেষণা শিরোনামটি দেখে যে কেউ যেন এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

২) **সারসংক্ষেপ :** গবেষণা প্রস্তাবনার এ অংশে যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে। এর মধ্যে গবেষণার তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গবেষণাকর্মটি কাদের জন্য পরিচালিত হবে, কী বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে এবং কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।

৩) **ভূমিকা :** গবেষণার বিষয় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বিবরণ থাকবে। গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন তা কী? কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? এর যৌক্তিকতাইবা কী ? ভূমিকায় এ সকল বিষয়ের সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে।

৪) **গবেষণা সমস্যার বিবৃতি :** যে বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালিত হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো গবেষণা সমস্যার বিবৃতি । এখানে কতগুলো প্রশ্ন তুলে ধরা হয় যা বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধান করা হবে ।

৫) **ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞায়ন :** গবেষণা প্রস্তাবনার এ অংশে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চলক বা প্রত্যয়সমূহের সাধারণ ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। প্রত্যয়সমূহ গবেষণাকার্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক। একমাত্র সংজ্ঞায়নের মাধ্যমেই গবেষণার প্রত্যয়সমূহ কী অর্থে ব্যবহৃত হবে বা এর ব্যাপ্তি কী হবে তার যথাযথ ধারণা পাওয়া যায়।

৬) **সাহিত্য সমীক্ষা :** গবেষণার জন্য নির্বাচিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রতিবেদন, কলাম, পত্রপত্রিকা পাঠ আবশ্যক। এর মাধ্যমে গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া গবেষণার বিষয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয় সম্পর্ক জানা যায় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে গবেষণা পরিচালিত হয়নি তা চিহ্নিত করা হয়।

৭) **গবেষণার যৌক্তিকতা :** বর্তমাণ গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কী গবেষণালব্ধ জ্ঞান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে ও বাস্তবায়নে কী সহায়তা করবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৮) **গবেষণার উদ্দেশ্য :** গবেষণা প্রকল্পে প্রকৃতপক্ষে কী অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ করা হবে তা এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। গবেষণা প্রধান বা সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য কী এখানে ব্যাখ্যা করা হয়।

৯) **গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ :** গবেষণা প্রস্তাবনায় গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে, কেন প্রয়োগ করা হবে তার বর্ণনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ, এবং তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকবে।

এছাড়াও গবেষণায় প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে :

ক) **প্রস্তাবিত সময়সূচি :** গবেষণা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য সময়সূচি তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে গবেষণা সম্পাদনের জন্য পর্যায়ক্রমানুসারে প্রধান প্রধান কাজ। যেমন– গবেষণা নকশা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদির তালিকা তৈরি করে কত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করা হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকতে হবে।

খ) **বাজেট প্রণয়ন :** গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য অর্থ একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস্য, উক্ত অর্থ কোন খাতে কত ব্যয় হবে এবং কীভাবে ব্যয় করা হবে তার বিশদ বিবরণ থাকতে হবে।

গ) **সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :** গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ, জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, রিপোর্ট, ওয়েবসাইট প্রভৃতি যা গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এটিই হলো সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি। সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে গ্রন্থপঞ্জি লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন– সরকার, আবদুল হাকিম (২০০০) "ব্যক্তি সমাজকর্ম নির্দেশিকা", ঢাকা : ঈমা প্রকাশনী।

সারসংক্ষেপ

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার প্রাথমিক কাজ হলো গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান। গবেষণা প্রস্তাবনা সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্বে পরিকল্পনা। যাতে গবেষণার বিষয় বা সমস্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করেই গবেষক সামগ্রিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। গবেষণা প্রস্তাবনায় সাধারণত যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয় তা হলো– ১) গবেষণা শিরোনাম, ২) সারসংক্ষেপ, ৩) ভূমিকা, ৪) গবেষণা সমস্যার বিবৃতি, ৫) প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন, ৬) সাহিত্য সমীক্ষা, ৭) গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা এবং ৮) গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রমের পূর্ব পরিকল্পনাকে কী বলা হয়?
ক) গবেষণা প্রস্তাবনা খ) অনুকল্প
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সারসংক্ষেপ

২। গবেষণা প্রস্তাবনার কোন স্তরে প্রত্যয়সমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হয়?
ক) ভূমিকা খ) সারসংক্ষেপ
গ) প্রত্যয়সমূহের কার্যকর সংজ্ঞায়ন ঘ) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩। গবেষণা প্রস্তাবনার বাজেটে যে সকল বিষয়ের বিবরণ থাকে–
i. অর্থের উৎস নির্ধারণ ii. কোন খাতে কত অর্থ ব্যয় হবে iii. অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। গবেষণা প্রস্তাবনার কোনটি দেখে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?
ক) গবেষণা শিরোনাম খ) গবেষণার সার সংক্ষেপ
গ) গবেষণার যৌক্তিকতা ঘ) প্রস্তাবিত সময়সূচি

পাঠ-৯.১১ সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব (Importance of Social Work Research)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.১১.১ পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১১.১ সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব

সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মপ্রক্রিয়া যা তাদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়, নির্ণীত সমস্যার সমাধানে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. সমস্যা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ : সমস্যা সমাজকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্যার সমাধানই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান ব্যবস্থা প্রদানে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২. সামাজিক সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটন : সামাজিক সমস্যা বহুমাত্রিক এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই বহুমাত্রিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যার বহুবিধ কারণ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। সমাজকর্ম গবেষণা সমস্যার যথাযথ কারণ উদ্‌ঘাটন করে সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. সম্পদ নির্ধারণ : সমাজে নানাবিধ সম্পদ বিদ্যমান। এসব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ব্যতীত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। সকল প্রকার বস্তুগত ও অবস্তুগত, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও আহরণ এবং যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪. সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন : সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তার সাথে প্রচলিত সম্পদের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা যথাযথ চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণে কর্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. সামাজিক নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তা : সামাজিক নীতি ও আইন হলো আধুনিক সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সময় নীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক সমস্যা বা প্রয়োজনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যথাযথ নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে।

৬. সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ : সমাজকর্ম একটি সমাধানমূলক কর্মপ্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এবং পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৭. সমাজকর্মের নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন : সমাজ একটি গতিশীল ব্যবস্থা। সমাজের এ গতিশীলতার সাথে সাথে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এসকল সমস্যার বাস্তবমুখী ও টেকসই সমাধানের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনে যথাযথ সহায়তা করে থাকে।

৮. সমাজকর্ম সেবার মূল্যায়ন : সমাজকর্ম একটি সেবামূলক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে যথাযথ সেবা প্রদান করা হয়। প্রদত্ত এ সেবা ব্যবস্থা সমস্যা সমাধানে কতটা কার্যকর তা মূল্যায়নে সমাজকর্ম গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য বৃদ্ধি, পেশাগত মূল্যাবোধ ও নীতিমালা প্রণয়ন, সামাজিক ঘটনা বা সমস্যার মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক আবিষ্কার, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ, সমস্যা সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সূতরাং বলা যায়, সমাজকর্ম গবেষণা পেশাগত সমাজকর্ম অনুশীলনে সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম গবেষণা নানাবিধ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও তার সমাধানে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। এজন্য সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনে সহায়ক হিসেবে পরিগণিত। সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে একে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়, সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা প্রদান, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও প্রয়োগের কার্যকারিতা নির্ণয়, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও উন্নয়ন সাধনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মূল্যায়ন, সামাজিক কার্যক্রম, সমাজকর্ম প্রশাসন ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন নানাবিধ ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বহুমাত্রিক ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কোনটি?

ক) সামাজিক সমস্যা খ) সামাজিক নীতি

গ) সামাজিক পরিকল্পনা ঘ) সামাজিক কর্মসূচি

২। সমাজকর্ম গবেষণা–

i. সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়তা করে

ii. সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে

iii. সমাজকর্মের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.১২ সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship between Basic and Auxiliary Methods of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৯.১২.১ সমাজর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১২.১ সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির সম্পর্ক

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সাহায্যকারী পেশা যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্মের তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এগুলোকে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি বলা হয় । পদ্ধতি তিনটি হলো– ১) ব্যক্তি সমাজকর্ম, ২) দল সমাজকর্ম এবং ৩) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। এই তিনটি মৌলিক পদ্ধতিকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে আরো তিনটি সহায়ক পদ্ধতি। যথা– ১) সমাজকল্যাণ প্রশাসন, ২) সামাজিক কার্যক্রম ও ৩) সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্মের এই মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। একটি ছাড়া এদের অন্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায় না। নিচে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে : ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক, মনো-দৈহিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি বাস্তবমুখী ও কার্যকর সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সমাজকর্ম গবেষণা সহায়তা করে। সমাজকর্ম গবেষণা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়ের

পর সমাধান ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তি সমাজকর্ম পরিচালিত হয় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায়। অর্থাৎ ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন, মূল্যায়ন, প্রয়োজনে রেফারেল বা অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সকল ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সহায়তা অত্যাবশ্যক।

অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, গোঁড়ামীসহ নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান থাকে। ফলে ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সূতরাং দেখা যায় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাধান ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল স্তরে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজকর্মের সাথে সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

২. দলকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে : দল সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি যা দলীয় সদস্যদেরকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসন দলীয় সদস্যদের আন্তক্রিয়া যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যাতে দলের লক্ষ্যার্জন ত্বরান্বিত হয়। দল সমাজকর্মে দল ও দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, দলের চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন অতীব জরুরি যা সমাজকর্ম গবেষণা ব্যতীত সম্ভব নয়। দলের সদস্যদের ভূমিকা ও আন্তক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় দল সমাজকর্মী বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে। অনেক সময় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মনোমালিন্য, বিক্ষোভ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীকে সামাজিক কার্যক্রমের জ্ঞান সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যায়, সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সহায়তা ছাড়া দল সমাজকর্ম পদ্ধতির লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়।

৩. সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে : সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য হলো জনসমষ্টির চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে তারা উন্নততর জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হতে পারে। সমাজকর্মেও অন্যান্য মৌলিক পদ্ধতির ন্যায় সহায়ক পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমষ্টির উন্নয়ন ও সমস্যা মোকাবিলায় সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যাবলীর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা যথাযথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে সমষ্টির উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনে বহিঃসম্পদ সরবরাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন নানাবিধ কর্মসম্পাদনে সমাজকল্যাণ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমষ্টির বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে জনসচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় যা সমষ্টির ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তনে সহায়ক। এক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচের চিত্রের সাহায্যে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো :

সমাজকর্ম পদ্ধতি

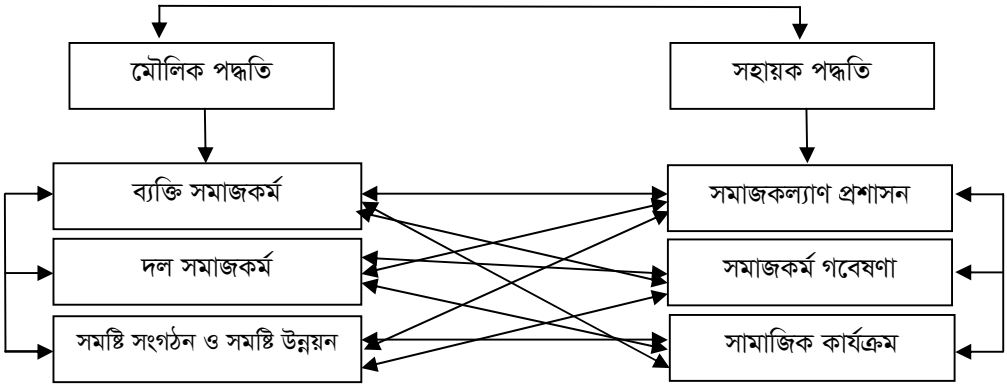

চিত্র : ৯.১২.১.১ সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক

সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে এদেশের মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্যোগজনিত সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ দেখানো হলো :

স্বভাবতই দুর্যোগের কারণে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক সক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলে। ফলে ব্যক্তি তার নিজের সমস্যার সমাধান নিজে করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পেশাগত সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা হয়।

দুর্যোগের কারণে যখন কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন দল সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় সমিতি গঠনসহ নানা উপায়ে সম্পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে দলীয়ভাবে সক্ষম করে তোলা হয়।

দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– রাস্তাঘাট, বেড়িবাঁধ, পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত, পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ, দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ও সার্বিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

দুর্যোগের প্রভাব, ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়, ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য সমাজকর্ম গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অন্যদিকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ, দুর্যোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহৃত সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ পরস্পর পরিপূরক। একদিকে যেমন সহায়ক পদ্ধতিসমূহের সহায়তা ব্যতীত মৌলিক পদ্ধতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়, তেমনি মৌলিক পদ্ধতিসমূহ সহায়ক পদ্ধতিগুলোকে অর্থবহ করে তুলেছে। তাই বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহ পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানের জন্য এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম তিনটি মৌলিক পদ্ধতি যথা– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সরাসরি প্রয়োগ করে থাকে। আবার সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় লাগসই কৌশল উদ্ভবন ও প্রয়োগ ঘটিয়ে মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে সমৃদ্ধকরণে সমাজকর্মের আরও তিনটি সহায়ক পদ্ধতি যেমন– সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা সহায়তা করে থাকে। সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। একদিকে যেমন সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সহায়তা ছাড়া মৌলিক পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়না, তেমনি সহায়ক পদ্ধতিগুলোকে যথাযথ অর্থবহ করে তুলেছে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহ। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো একে অন্যের পরিপূরক এবং পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্মকে সহায়তা করে নিচের কোন পদ্ধতি?
ক) সমাজকল্যাণ প্রশাসন খ) সামাজিক প্রশাসন
গ) সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। ব্যক্তির মধ্যকার অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোড়ামী ইত্যাদি দূরীকরণে কার্যকর কোন পদ্ধতি?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সমাজকল্যাণ প্রশাসন

৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি অধিক কার্যকর?
ক) সমষ্টি সংগঠন খ) সমষ্টি উন্নয়ন
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক প্রশাসন

৪। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক–
i. দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে
ii. দুর্যোগকালীন জরুরি ত্রাণ সরবরাহে ও পুনর্বাসনে
iii. দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সাধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া কোনটি?
ক) সমাজকল্যাণ প্রশাসন খ) সামাজিক কার্যক্রম
গ) সমষ্টি সংগঠন ঘ) সমষ্টি উন্নয়ন

২। কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানকে কী বলে?
ক) জরিপ খ) গবেষণা
গ) কেস স্টাডি ঘ) আদমশুমারী

৩। সামাজিক কার্যক্রম কোন ধরনের প্রচেষ্টা?
ক) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা খ) সরকারি প্রচেষ্টা
গ) দলীয় প্রচেষ্টা ঘ) বেসরকারি প্রচেষ্টা

৪। সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম কাজ হলো এজেন্সির–
i. উদ্দেশ্য নির্ধারণ ii. বাজেট প্রণয়ন iii. কর্মসূচি বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সহায়তা করে–
i. সমাজকল্যাণ প্রশাসন ii. সমাজকর্ম গবেষণা iii. সমষ্টি সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। মানহা যৌতুক প্রথা রোধে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর জন্য প্রয়োজন–
i. নকশা তৈরি করা ii. অনুমান গঠন করা iii. তথ্য সংগ্রহ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। সামাজিক কার্যক্রম জনগণের মধ্য থেকে কোন বিষয়টি দূর করতে সহায়তা করে?

ক) কুসংস্কার খ) দারিদ্র্য
গ) ভিক্ষাবৃত্তি ঘ) দুর্নীতি

৮। সমাজকর্ম গবেষণা–

i. সমাজকর্মের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে
ii. নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে
iii. সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সাবা তার গ্রামের যৌতুকপ্রথা দূর করতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় একটি সংগঠনের সাথে কাজ করেন। তিনি মনে করেন এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (নীতি ও আইন প্রণয়ন) গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯। সাবার প্রচেষ্টা কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে?

ক) দল সমাজকর্ম খ) সামাজিক কার্যক্রম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন ঘ) সামাজিক গবেষণা

১০। সাবার এই প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়–

i. জনসচেতনতা সৃষ্টি করে
ii. কর্মসূচি প্রণয়ন করে
iii. সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফারজানা দেখলেন যে, তার গ্রামের মেয়েদের অধিকাংশেরই ১৮ বছরের আগে বিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান কাজ শুরু করলেন। তিনি ধারণা করলেন, নারী শিক্ষার অভাবই এর মূল কারণ। এরপর তিনি অনুসন্ধান চালানোর জন্য একটি পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তথ্য সংগ্রহ করলেন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, তার ধারণাই সঠিক।

ক. সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান কয়টি? ১
খ. গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে ফারজানার কাজ সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পেশাগত সমাজকর্মে ফারজানার কাজের গুরুত্ব অপরিসীম"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। রিফাত ওসাইন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করা। এ জন্য তিনি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন।

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ১
খ. সামাজিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকে রিফাতের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিবিড়"– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ : ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১২ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৯ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক ৮। ঘ ৯। খ ১০। ঘ